ইসলাম শিক্ষা

ঈমান, আদাব ও তারবিয়াহ, ফিকহ, আয়াত ও হাদিস, ইসলামী ইতিহাস

তৃতীয় ভাগ

সংকলক
এস. এম. নাহিদ হাসান

সম্পাদক
মাওলানা মুঈনুল ইসলাম

AL QURANER VASHA INSTITUTE

Al Quraner Vasha Institute
Block DHA, Mirpur 12, Dhaka
www.alquranervasha.com
+8801712-529298

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম তাঁর রাসূলের প্রতি।

আমাদের "ইসলাম শিক্ষা" সিরিজটি শিশু থেকে কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীদের ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে রচিত। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এই সিরিজটিতে ঈমান, আদাব-তারবিয়াহ, মাসনুন দু'আ, ফিকহ, হিফজুল কুরআন, হিফজুল হাদিস, নবীদের জীবনী ও ইসলামী ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়গুলো খুব সহজ ও সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। শিশু ও কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে বুঝতে পারে, সেজন্য প্রতিটি বিষয়ের সাথে চিত্র ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

এই 'ইসলাম শিক্ষা' সিরিজে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিকতা এবং চরিত্র গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সিরিজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে গভীর ধারণা অর্জন করবে এবং তাদের আচার-আচরণে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা আশা করি, এই সিরিজটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা তৈরি করবে এবং তাদের সঠিকভাবে গড়ে তুলবে। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে তারা তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে। আমাদের এই প্রচেষ্টা কেবল শিক্ষার জন্য নয়, বরং ভবিষ্যৎ মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সংকলক
এস. এম. নাহিদ হাসান

AL QURANER VASHA INSTITUTE

সূচিপত্র

১. ঈমান ও ইসলাম 6
১.১ মহান আল্লাহর নাম সমূহ 7
১.২ জান্নাত জাহান্নাম 11
১.৩ কালিমা কি ও কেন? 13
১.৪ সালাত কি ও কেন? 15
১.৫ সিয়াম কী ও কেন? 17
১.৬ হজ্জ কী ও কেন? 19
১.৭ যাকাত কী ও কেন? 23
২. আত্ম-উন্নয়ন 30
২.১ উত্তম আখলাক 31
২.২ প্রতিবেশীর হক 33
২.৩ ছোট ও বড়দের সাথে আদব 36
২.৪ জ্ঞান অর্জনের আদব 38
৩. ফিকহ 44
৩.১ অযুর ফরজ, সুন্নাত ও অযু ভঙ্গের কারণ সমূহ 45
৩.২ সালাতের রুকন, ওয়াজিব, সুন্নত, মাকরুহ ও ভঙ্গের কারন 47
৩.৩ সিয়ামের ওয়াজিব, সুন্নত, মাকরুহ ও সিয়াম ভঙ্গের কারন 52
৪. হিফজুল কুরআন 60
৫. হিফজুল হাদিস 71
৫.১ ঈমান বিষয়ক হাদিস 72
৫.২ তাওহীদ ও শিরক বিষয়ক হাদিস 72
৫.৩ কালিমা বিষয়ক হাদিস 74
৫.৪ সুন্নাত ও বিদআত বিষয়ক হাদিস 75
৫.৫ দুনিয়া ও আখিরাতের বিস্তৃতি ও গুরুত্ব বিষয়ক হাদিস 76
৫.৬ উত্তম চরিত্র বিষয়ক হাদিস 77
৫.৭ জ্ঞানার্জন বিষয়ক হাদিস 78
৫.৮ সালাত বিষয়ক বিষয়ক হাদিস 79
৫.৯ সিয়াম বিষয়ক বিষয়ক হাদিস 81

AL QURANER VASHA INSTITUTE

৬. ইসলামী ইতিহাস 87
৬.১ আইয়ূব (আ:)-এর কাহিনী 88
৬.২ ইউসুফ (আ:)-এর কাহিনী 90
৬.৩ মূসা ও হারুন (আ:)-এর কাহিনী 94
৬.৪ ইউশা বিন নুন (আ:)-এর কাহিনী 106



AL QURANER VASHA INSTITUTE

১. ঈমান ও ইসলাম

AL QURANER VASHA INSTITUTE

১.১ মহান আল্লাহর নাম সমূহ



আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক। আল্লাহকে চিনতে হলে তাঁর সুন্দর নামগুলো জানা জরুরি। আল্লাহর ৯৯টির অধিক নাম রয়েছে, যেগুলোকে "আসমাউল হুসনা" বলা হয়। এই নামগুলোর গভীরতা অনুধাবন করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) আরও দৃঢ় ও মজবুত হয়। বান্দা বুঝতে পারে সে কত মহান এক সত্তার ইবাদত করছে। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

"আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। তোমরা সেগুলোর মাধ্যমে তাঁকে ডাকো।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৮০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে। যে এগুলো শিখবে ও বুঝবে, সে জান্নাতে যাবে।" (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

মহান আল্লাহর নাম জানা শুধু মুখস্থ করা নয়, বরং বুঝে আমল করা জরুরি। নিচে মহান আল্লাহর ৯৯ টা নাম অর্থসহ উল্লেখ করা হলো।

AL QURANER VASHA INSTITUTE

اللهُ	আল্লাহ,প্রভু	الرَّحْمٰنُ	পরম করুণাময়
الرَّحِيْمُ	অতি দয়ালু	اَلْمَلِكُ	অধিপতি
اَلْقُدُّوْسُ	অতি পবিত্র	اَلسَّلَامُ	নিরাপত্তা দানকারী
اَلْمُؤْمِنُ	আস্থাশীল	اَلْمُهَيْمِنُ	অভিভাবক
اَلْعَزِيْزُ	প্রতাপশালী	اَلْجَبَّارُ	মহাপ্রতাপশালী
اَلْمُتَكَبِّرُ	অহংকারী	اَلْخَالِقُ	সৃষ্টিকর্তা
اَلْبَارِئُ	সৃষ্টিকর্তা	اَلْمُصَوِّرُ	আকৃতি দানকারী
اَلْغَفَّارُ	অতি ক্ষমাশীল	اَلْقَهَّارُ	কঠোর, প্রতাপশালী
اَلْوَهَّابُ	অধিক দানকারী	اَلرَّزَّاقُ	রিযিকদাতা
اَلْفَتَّاحُ	বিজয়দানকারী	اَلْعَلِيْمُ	মহাজ্ঞানী
اَلْبَاسِطُ	প্রশস্তকারী	اَلْقَابِضُ	অপমানকারী
اَلْمُعِزُّ	সম্মান দানকারী	اَلْمُذِلُّ	লাঞ্ছিতকারী
اَلْبَصِيْرُ	সর্বদ্রষ্টা	اَلْحَكَمُ	মহা বিচারপতি
اَللَّطِيْفُ	সূক্ষ্মদর্শী, স্নেহশীল	اَلْخَبِيْرُ	সকল ব্যাপারে জ্ঞাত
اَلْعَظِيْمُ	সুমহান	اَلْغَفُوْرُ	পরম ক্ষমাশীল
اَلْعَلِيُّ	উচ্চ-মর্যাদাশীল	اَلْكَبِيْرُ	সুমহান
اَلْمُقِيْتُ	খাদ্যদাতা	اَلْحَسِيْبُ	হিসাব গ্রহণকারী,
اَلْكَرِيْمُ	সম্মানিত	اَلرَّقِيْبُ	পর্যবেক্ষণকারী
اَلْوَاسِعُ	প্রশস্তকারী	اَلْحَكِيْمُ	পরম প্রজ্ঞাময়, সুদক্ষ

AL QURANER VASHA INSTITUTE

الْمَجِيْدُ	মহিমান্বিত	الْبَاعِثُ	পুনরুজ্জীবিতকারী
الْحَقُّ	প্রকৃত সত্য	الْوَكِيْلُ	তত্ত্বাবধায়ক
الْمَتِيْنُ	সুদৃঢ়	الْوَلِيُّ	বন্ধু, সাহায্যকারী
الْمُحْصِيْ	গণনাকারী	الْمُبْدِئُ	প্রথমবার সৃষ্টিকর্তা
الْمُحْيِيْ	জীবন দানকারী	الْقَابِضُ	নিয়ন্ত্রণকারী
الْقَيُّوْمُ	অবিনশ্বর, চিরন্তন	الرَّافِعُ	উন্নতকারী
الْوَاحِدُ	এক ও অদ্বিতীয়	السَّمِيْعُ	সর্বশ্রোতা
الْمُقْتَدِرُ	প্রভাবশালী	الْعَدْلُ	ন্যায় বিচারক
الْأَوَّلُ	সর্বপ্রথম	الْحَلِيْمُ	মহা সহনশীল
الْبَاطِنُ	অদৃশ্য	الشَّكُوْرُ	কৃতজ্ঞ
الْبَرُّ	কল্যাণকারী	الْحَفِيْظُ	সংরক্ষণকারী
الْمُمِيْتُ	মৃত্যু আনয়নকারী	الْجَلِيْلُ	গৌরবান্বিত
الْوَاجِدُ	ধনী	الْمُجِيْبُ	সাড়া দানকারী
الصَّمَدُ	চিরন্তন, স্বয়ংসম্পূর্ণ	الْوَدُوْدُ	প্রেমময়
الْمُقَدِّمُ	সহায়তা প্রদানকারী	الشَّهِيْدُ	প্রত্যক্ষদর্শী
الْآخِرُ	সর্বশেষ	الْقَوِيُّ	পরম ক্ষমতাশালী
الْوَالِيْ	অভিভাবক	الْحَمِيْدُ	প্রশংসনীয়
الْحَيُّ	চিরঞ্জীব,	الْمُعِيْدُ	পুনরাবৃত্তিকারী
الْمُحِيْطُ	পরিবেষ্টনকারী	الْعَفُوُّ	ক্ষমাকারী

AL QURANER VASHA INSTITUTE

الْقَادِرُ	মহা ক্ষমতাধর	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام	মহা সম্মানিত
الْمُؤَخِّرُ	বিলম্বকারী	الْغَنِيُّ	অমুখাপেক্ষী ধনী
الظَّاهِرُ	সুস্পষ্ট	الضَّارُّ	অনিষ্টকারী
الْمُتَعَالِي	সর্বোচ্চ	الْهَادِيْ	পথপ্রদর্শক
التَّوَّابُ	তওবা কবুলকারী	الْوَارِثُ	উত্তরাধিকারী
الرَّءُوْفُ	পরম স্নেহশীল	الْمَاجِدُ	গৌরবময়
الْمُقْسِطُ	সুবিচারকারী	الْمُنْتَقِمُ	প্রতিশোধ-গ্রহণকারী
الْمُغْنِيْ	সমৃদ্ধকারী	مَالِكُ الْمُلْكِ	জগতের বাদশাহ্
النَّافِعُ	উপকারকারী	الْجَامِعُ	একত্রকারী
الْبَدِيْعُ	অতুলনীয়	الْمَانِعُ	প্রতিরোধকারী
الرَّشِيْدُ	সঠিক পথ প্রদর্শক	النُّوْرُ	আলোক
الصَّبُوْرُ	ধৈর্যশীল	الْبَاقِيْ	চিরস্থায়ী

AL QURANER VASHA INSTITUTE



১.২ জান্নাত জাহান্নাম





AL QURANER VASHA INSTITUTE

আমরা এই পৃথিবীতে যা কিছু করি, তা আল্লাহ দেখেন। মৃত্যুর পর আমাদের সবাইকে আবার আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। সেদিন তিনি আমাদের সব কাজের হিসাব নেবেন। যারা ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুন্দর পুরস্কার। আর যারা খারাপ কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। এই পুরস্কার আর শাস্তির দুটি জায়গার নাম হলো জান্নাত ও জাহান্নাম। চলো, আমরা এই দুটি জায়গা সম্পর্কে জেনে নিই।

জান্নাত (পুরস্কারের জায়গা)

জান্নাত হলো একটি অপূর্ব সুন্দর বাগান। যারা আল্লাহর কথা মেনে চলে, বাবা-মায়ের কথা শোনে, সত্য কথা বলে, নামাজ পড়ে এবং অন্যকে সাহায্য করে, তাদের জন্য আল্লাহ এই সুন্দর জায়গাটি তৈরি করে রেখেছেন।

জান্নাত কেমন যায়গা?

সেখানে দুধ, মধু ও পানির সুন্দর নদী বয়ে যায়। গাছে গাছে মিষ্টি ফল ধরে থাকে, যা হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। অনেক সুন্দর বাড়ি ও প্রাসাদ রয়েছে। জান্নাতে কোনো দুঃখ, কষ্ট বা অসুস্থতা থাকবে না।

সবাই সবসময় হাসিখুশি থাকবে। সেখানে তুমি যা চাইবে, তাই পাবে। সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো সেখানে আল্লাহর দেখা পাওয়া যাবে। জান্নাত হলো এমন একটি শান্তির জায়গা যেখানে শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

জাহান্নাম (শাস্তির জায়গা)

যারা আল্লাহর কথা শোনে না, মিথ্যা কথা বলে, চুরি করে, অন্যদের কষ্ট দেয় এবং খারাপ কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

জাহান্নাম কেমন জায়গা?

জাহান্নাম এমন একটি জায়গা, যা কষ্ট ও যন্ত্রণায় ভরা। সেখানে থাকবে শুধু আগুনের শিখা, জ্বলন্ত তাপ আর ভয়াবহ শাস্তি। কোনো শান্তি বা আরাম সেখানে নেই। যারা সেখানে যাবে, তারা সারাক্ষণ যন্ত্রণার মধ্যে থাকবে।

সেখানে মানুষের জন্য থাকবে না কোনো ভালো খাবার বা পানীয়। কেবল এমন জিনিস দেওয়া হবে, যা তাদের কষ্ট আরও বাড়াবে। তারা পানি চাইবে, কিন্তু তাদের দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের অন্তরকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। তারা খাবার চাইবে, কিন্তু দেওয়া হবে কাঁটার মতো তিতা ফল, যা খেয়ে তাদের কষ্ট আরও বেড়ে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের জাহান্নামের এই কষ্ট থেকে বাঁচাতে চান। তাই তিনি আমাদেরকে সৎ কাজ করতে বলেছেন। আল্লাহ চান আমরা নামাজ পড়ি, সত্য কথা বলি, মানুষের উপকার করি, পাপ থেকে দূরে থাকি এবং সবসময় তাঁর আনুগত্য করি।

আমাদের কী করা উচিত?

বন্ধুরা, আমরা সবাই তো আল্লাহর ভালোবাসার সুন্দর জান্নাতে যেতে চাই, তাই না? জাহান্নামের কষ্ট থেকে আমরা সবাই দূরে থাকতে চাই। আল্লাহ কিন্তু অনেক দয়ালু এবং ক্ষমাশীল। আমরা যদি ভুল করে কোনো খারাপ কাজ করে ফেলি, তাহলে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে। তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।

AL QURANER VASHA INSTITUTE

১.৩ কালিমা কি ও কেন?



AL QURANER VASHA INSTITUTE

আমরা মুসলমান। একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা মেনে নিতে হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কালিমা।

কালিমা কী?

কালিমা হলো এমন কিছু পবিত্র শব্দ, যেগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মানি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কালিমার নাম হলো কালিমা তাইয়্যেবা।

কালিমা তাইয়্যেবা কী?

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

এর অর্থ হলো: "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।"

কালিমার প্রথম অংশ: আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।

কালিমার প্রথম অংশ হলো لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর মানে হলো, সমস্ত প্রকার ইবাদত (আনুগত্য, আশা, ভরসা, দোয়া ইত্যাদি) কেবল আল্লাহর জন্য। তার আদেশ নিষেধের বিপরীতে অন্য কারও আদেশ নিষেধ মানা যাবে না।

কালিমার দ্বিতীয় অংশ: মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।

কালিমার দ্বিতীয় অংশ হলো "مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ" এর মানে হলো, আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (সা.) হলেন আল্লাহর প্রেরিত নাবী ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর ওপর পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে ভালো মানুষ হতে হয়, কীভাবে সত্য কথা বলতে হয়, বাবা-মা ও শিক্ষকদের সম্মান করতে হয়, এবং কীভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে হয়।

কালিমা আমাদের শেখায়:

- আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।
- মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।
- আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে।
- নবী (সাঃ)-এর আদর্শ মেনে চলতে হবে।
- এই বিশ্বাসের মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করা সম্ভব।

বন্ধুরা, এই কালিমা হলো আমাদের পরিচয়। এটি আমাদের শেখায় যে আমরা সবাই এক আল্লাহর সৃষ্টি এবং আমাদের একজন মহান নাবী আছেন। তাই আমরা যেন সব সময় এই কালিমা মনে রাখি এবং এর শিক্ষাগুলো মেনে চলি।

AL QURANER VASHA INSTITUTE

১.৪ সালাত কি ও কেন?



সালাত হলো ঈমানের পরে একজন মুসলমানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এটি আল্লাহর কাছে বান্দার নৈকট্য ও সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম। সালাত আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

সালাতের অর্থ ও গুরুত্ব

সালাত শব্দের অর্থ হলো দোয়া। এর মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হই। তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি। সালাত আদায় করা প্রত্যেক নারী পুরুষের জন্য আবশ্যক।

সালাত কেন?

- **আল্লাহর আদেশ:** কুরআনে বারবার সালাত আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম।
- **আদর্শ জীবন গঠন:** সালাত আমাদের সময়ের গুরুত্ব শেখায়, শৃঙ্খলা তৈরি করে এবং নিয়মিত জীবনের অভ্যাস গড়ে তোলে।

AL QURANER VASHA INSTITUTE

১.৫ সিয়াম কী ও কেন?



সিয়াম হলো ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। সিয়াম শব্দটির অর্থ হলো 'বিরত থাকা'। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য কিছু কাজ থেকে বিরত থাকাই হলো সিয়াম পালন। রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা: রোযা রাখলে আমরা আল্লাহর আদেশ মানি, আল্লাহ খুশি হন।

২. তাকওয়া অর্জন করা: রোযা আমাদেরকে ভালো কাজ করতে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে শেখায়।

৩. ধৈর্য শিখা: দিনভর ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করে আমরা ধৈর্যশীল হই।

৪. গরিবদের কথা মনে পড়া: আমরা যখন ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করি, তখন গরিবদের সাহায্য করার ইচ্ছে জাগে।

৫. আত্মসংযম: রোযা আমাদের রাগ, মিথ্যা কথা, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে।

AL QURANER VASHA INSTITUTE

১.৬ হজ্জ কী ও কেন?



হজ্জ হলো ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি প্রতি বছর জিলহজ্জ মাসে সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে পালন করা হয় এবং প্রতিটি সক্ষম ও সামর্থ্যবান মুসলমানের জীবনে একবার হজ্জ পালন করা আবশ্যক। মুসলমানরা সেখানে গিয়ে বিশেষ কিছু নিয়মের মাধ্যমে হজ্জ পালন করেন।

হজ্জের গুরুত্ব

- **আল্লাহর প্রতি আনুগত্য:** হজ্জ পালন করে মুসলমানরা আল্লাহর প্রতি নিজের আনুগত্য প্রকাশ করে।
- **নবী ইব্রাহিম (আ.) এর স্মৃতি:** হজ্জের প্রতিটি কাজ নবী ইব্রাহিম (আ.) এবং তাঁর পরিবারের ঘটনাগুলো মনে করিয়ে দেয়। যেমন: হাজার (আ.) শিশু ইসমাইল (আ.)-এর জন্য পানির সন্ধানে সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানোর স্মৃতি। আল্লাহর হুকুমে ইব্রাহিম (আ.)-এর কুরবানি দেওয়ার পরীক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া আরও কিছু নিদর্শন আছে যা দেখলে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

AL QURANER VASHA INSTITUTE

- **পাপ মোচন:** নবীজি (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং অশ্লীল কথা বা কাজ থেকে বিরত থাকল, সে নবজাতকের মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।"

- **মুসলিম ভ্রাতৃত্ব:** সারা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান একই পোশাক (ইহরাম) পরে হজ্জ করেন। এটি দেখায়: "সব মুসলমান একে অপরের ভাই।"

হজ্জের নিয়মাবলি:

হজ্জ করতে গেলে কিছু নিয়ম মানতে হয়। এই নিয়মগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিচে হজ্জের প্রধান নিয়মগুলো দেওয়া হলো:



AL QURANER VASHA INSTITUTE

২.১ উত্তম আখলাক



উত্তম আখলাক মানে ভালো চরিত্র। আমাদের কথা, কাজ ও আচরণে যেন সবসময় ভদ্রতা, সততা ও দয়া থাকে এটাই হলো উত্তম আখলাক। মহান আল্লাহ ও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের উত্তম আখলাক শেখাতে চেয়েছেন।

কুরআনের বাণী: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ "আপনি তো মহৎ চরিত্রের অধিকারী।"- সূরা কলাম, আয়াত: ৪

এই আয়াতে আল্লাহ নবীজির (সা.) আখলাকের প্রশংসা করেছেন। আমাদেরও তাঁর মতো হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

হাদীসের শিক্ষা: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ "আমি তো সুন্দর চরিত্র পূর্ণাঙ্গ করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।" (মুয়াত্তা মালিক)

নবীজি (সা.) নিজে ভালো ব্যবহার করতেন এবং সবাইকে শিখাতেন কিভাবে ভালো ব্যবহার করতে হয়।

AL QURANER VASHA INSTITUTE

২.২ প্রতিবেশীর হক



AL QURANER VASHA INSTITUTE

আমাদের বাড়ির আশেপাশে যারা বসবাস করেন, তারাই আমাদের প্রতিবেশী। ইসলাম ধর্মে প্রতিবেশীর হক বা অধিকারকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এবং আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করার জন্য বিশেষভাবে বলেছেন।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ...

"আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না। পিতামাতার প্রতি সদয় হও, আত্মীয়স্বজন, এতিম, গরিব, নিকট প্রতিবেশী এবং দূরবর্তী প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হও।" (সূরা নিসা: ৩৬)

২.৩ ছোট ও বড়দের সাথে আদব



ইসলাম আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভালো আচরণ এবং শিষ্টাচারের শিক্ষা দেয়। ছোটদের প্রতি ভালোবাসা এবং বড়দের প্রতি সম্মান দেখানো ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব। আসুন, আমরা কুরআন ও হাদিসের আলোকে ছোট ও বড়দের সাথে কেমন আচরণ করতে হয় তা জানি।

মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনে সুন্দর আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলো।" (সূরা বাকারা: ৮৩)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ সবাইকে আদবের সাথে সুন্দর কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি ছোট-বড় সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছোটদের প্রতি ভালোবাসা এবং বড়দের প্রতি সম্মানের কথা বলেছেন। তিনি বলেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (সুনান আত-তিরমিজি, হাদিস: ১৯১৯)

AL QURANER VASHA INSTITUTE

২.৪ জ্ঞান অর্জনের আদব



ইসলামে জ্ঞানার্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন,

طلبُ العلمِ فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ

জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলিমের উপর ফরজ। জ্ঞানার্জনের কিছু আদব আছে।

নিয়ত পরিশুদ্ধ করা

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান অর্জন করা উচিত, যেন তা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারে আসে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"নিশ্চয়ই কাজের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" (বুখারি, মুসলিম)

আল্লাহভীতি ও বিনয়ী থাকা

অহংকার জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বিরাট বাধা। তাই একজন জ্ঞানীকে সর্বদা বিনয়ী ও নম্র হতে হবে। একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা বিনয়ী থাকেন এবং আল্লাহকে ভয় করেন। কুরআনে হয়েছে:

AL QURANER VASHA INSTITUTE

৩.১ অযুর ফরজ, সুন্নাত ও অযু ভঙ্গের কারণ সমূহ



AL QURANER VASHA INSTITUTE

অযুর ফরজ সমূহঃ

- মুখমন্ডল ধোয়া।
- দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়া।
- মাথা মাসেহ করা
- দুই পা গোড়ালি পর্যন্ত ধোয়া

সালাতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব

- তাকবিরে তাহরিমা ছাড়া অন্যান্য তাকবির দেওয়া।
- রুকু সিজদাতে অন্তত একবার তাসবিহ পড়া।
- রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সামি'আল্লহু লিমান হামিদাহ ও রব্বানা লাকাল হামদ বলা।
- দুই সিজদার মাঝে রাব্বিগফিরলি/আল্লাহুম্মাগফিরলি বলা।
- প্রথম তাশাহুদ ও প্রথম তাশাহুদে বৈঠক করা।



AL QURANER VASHA INSTITUTE

৩.৩ সিয়ামের ওয়াজিব, সুন্নত, মাকরুহ ও সিয়াম ভঙ্গের কারন



صِيَام (সিয়াম)- অর্থ বিরত থাকা।

সিয়াম হলো ফজর উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাবার ও পানীয় ইত্যাদি যাবতীয় রোযা বিনষ্টকারী কর্ম থেকে বিরত থাকা

রমাদানে সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সমূহ

সিয়াম ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। কিন্তু সবার জন্য সিয়াম রাখা বাধ্যতামূলক নয়। নিচে সহজভাবে দেওয়া হলো, কারা সিয়াম রাখবে-

- মুসলিম হতে হবে: যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এ বিশ্বাস করে, সেই মুসলিম। সিয়াম মুসলিমদের জন্য ফরজ।
- বালেগ হতে হবে: যাদের উপর সালাত ও অন্য ইবাদত ফরজ হয়, তাদেরকে মুকাল্লাফ বলে। সাধারণত বাচ্চারা বড় হলে, বালেগ হলে তাদের উপর সিয়াম ফরজ হয়।

AL QURANER VASHA INSTITUTE

- জ্ঞানবান হওয়া: পাগল ও নির্বোধের উপর সিয়াম আবশ্যক নয়।
- সিয়াম রাখার মতো শক্তি থাকতে হবে : যে অসুস্থ বা খুব দুর্বল, সে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সিয়াম রাখতে পারবে না।
- ভ্রমণে না থাকা: যারা নিজের শহর বা গ্রামের বাইরে দীর্ঘ সফরে থাকে তারা সিয়াম পরে ক্বাযা আদায় করে নিতে পারবে।
- সাওম পালনে বাধাদানকারী বিষয়সমূহ তার মধ্যে না থাকা: আর এটি বিশেষভাবে নারীদের জন্য প্রযোজ্য।

সিয়ামের সুন্নত/মুস্তাহাব

সিয়াম পালনের কিছু মুস্তাহাব বা সুন্নাত আদব আছে যেগুলো পালন করলে সওয়াব বেড়ে যাবে। আর তা ছেড়ে দিলে রোযা ভঙ্গ হবে না বা গুনাহও হবে না। তবে পুণ্যে ঘাটতি হবে। কিন্তু তা আদায় করলে সওয়াবের পরিপূর্ণতা আসে। নিম্নে এসব আদব উল্লেখ করা হল:

- সাহরী খাওয়া: ভোর হওয়ার আগে কিছু খাওয়া। সাহরী খাওয়ার মধ্যে বারাকাহ আছে।



AL QURANER VASHA INSTITUTE

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فيشفعان.

৪. রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য শাফা'আত করবে। সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনে খাবার গ্রহণ করতে ও প্রবৃত্তির তাড়না মিটাতে বাধা দিয়েছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার শাফা'আত কবুল করো। কুরআন বলবে, হে রব! আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে। (বায়হাক্বী: শু'আবুল ঈমান)



AL QURANER VASHA INSTITUTE

৬.২ ইউসুফ (আ:)-এর কাহিনী



বংশ পরিচয় ও শৈশব

ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা ছিলেন ইয়াকূব ইবনে ইসহাক্ব ইবনে ইবরাহীম (আঃ)। তাঁরা সবাই কেনান বা ফিলিস্তীনের হেবরন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন রাহিল। ইউসুফ (আঃ)-এর জন্মের পরপরই তার একমাত্র সহোদর বেনিয়ামীন জন্মগ্রহণ করেন এবং তাদের মা মারা যান। ফলে মাতৃহীন দুই শিশুর লালন-পালন হয় ফুফুর কাছে। ফুফু ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীলা, বিশেষত ইউসুফের প্রতি।

স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

হযরত ইউসুফ (আ.) ছোটবেলায় স্বপ্নে দেখলেন- ১১টি তারা, সূর্য আর চাঁদ তাকে সিজদা করছে। তিনি এই স্বপ্নের কথা তাঁর বাবা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে বললেন। তখন বাবা তাকে বললেন, "তুমি তোমার ভাইদের নিকট তোমার স্বপ্নের বর্ণনা দিও না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে।" কিন্তু স্বপ্নের খবর ছড়িয়ে পড়ে।

AL QURANER VASHA INSTITUTE

৬.৩ মূসা ও হারুন (আ:)-এর কাহিনী



জন্ম, বংশপরিচয় ও প্রাথমিক জীবন

মূসা (আঃ) খ্রিস্টপূর্ব ১৫২০ সালে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ইমরান, মাতার নাম ইউহানিব (মতভেদ আছে)। ফেরাউন স্বপ্নে দেখেন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে আগুন এসে মিশরের মূল অধিবাসীদের পুড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু বনি ইসরাইল নিরাপদ। এতে ভীত হয়ে তিনি বনি ইসরাইল এর নবজাতক ছেলেদের হত্যার নির্দেশ দেন। এক বছর পুত্র সন্তান হত্যা করা হতো এবং এক বছর বাঁচিয়ে রাখা হতো এবং তাদেরকে ফেরাউন দাস বানিয়ে রাখতো। হারুন (আঃ) জন্ম নেন সে বছর হত্যা করা হয়নি। মূসা (আঃ) জন্ম নেন সে বছর পুত্র সন্তান হত্যা করা হচ্ছিল। মূসা (আঃ) তার মা আল্লাহর ইলহামে তাঁকে একটি সিন্দুকে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেন। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বাচ্চাটিকে দেখে মায়ায় পড়ে যান এবং তাঁকে উদ্ধার করে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। এবং তাঁকে প্রাসাদে লালন-পালন করেন। পরে মূসাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য তার আপন মা-কে ধাত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

AL QURANER VASHA INSTITUTE

মিশর ত্যাগ ও মাদিয়ান জীবন

যুবক বয়সে একদিন মূসা (আঃ) দেখলেন, এক মিশরীয় ফেরাউনের লোক বনু ইসরাঈলের এক ব্যক্তিকে মারছে। মূসা তাকে থামাতে গিয়ে ঘুষি মারেন, ফলে লোকটি মারা যায়। হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়লে মূসা (আঃ) মিশর ছেড়ে মাদইয়ান চলে যান।

মূসা (আঃ) মাদিয়ানে পৌঁছালেন। পানির জন্য কূপের দিকে গেলেন। সেখানে দেখলেন, দুইজন মেয়ে তাদের পশুদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কেউ সাহায্য করছে না। মূসা (আঃ) তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। মেয়েরা বলল, "আমরা আমাদের পশুদের পানি পান করাতে পারছি না, যতক্ষণ না রাখালরা তাদের পশুদের পানি পান করিয়ে নেবে আর আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ।" মূসা (আঃ) তাদের পশুদের পানি পান করিয়ে দিলেন।



AL QURANER VASHA INSTITUTE

এরপর তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। হঠাৎ একটি মেয়ে এসে বলল, "আমার পিতা আপনাকে পুরস্কার দিতে চান।"মেয়েদের পিতা ছিলেন নবি হযরত শুয়াইব (আঃ)। শুয়াইব (আঃ) মূসাকে বললেন, "ভয় করো না, তুমি যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্ত।" এরপর তিনি মূসাকে বললেন, "আমার একটি কন্যাকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই। তুমি আমাদের বাড়িতে আট বছর কাজ করবে, যদি দশ বছর পূর্ণ করো, তাও তোমার ইচ্ছা।" মূসা (আঃ) চুক্তি মেনে নিলেন। এর ফলে তিনি নিরাপদভাবে জীবনযাপন শুরু করলেন। তিনি দুটি সন্তান পেলেন এবং শ্বশুরের কাছ থেকে ভালো মর্যাদা ও সহায়তা পেলেন। দশ বছর পর মূসা (আঃ) স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

◙ নবুয়ত লাভ

৪০ বছর বয়সে মূসা (আঃ) তাঁর পরিবারকে নিয়ে মাদইয়ান থেকে মিশরের পথে রওনা হন। পথে সিনাই পর্বতের তূর পাহাড়ে পৌঁছালে স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়। প্রচন্ড শীতে আগুন ধরানোর চেষ্টা করেও পারলেন না। তখন দূরে একটি গাছের উপর আগুন জ্বলতে দেখেন। স্ত্রী ও পরিবারকে সেখানে রেখে আগুনের কাছে যান। তিনি খেয়াল করেন আগুন যেন সবুজ গাছের ওপর জ্বলছে, কিন্তু গাছ পুড়ছে না।



AL QURANER VASHA INSTITUTE

◙ তাওরাত প্রাপ্তি ও বনি ইস্রাঈলের বাছুর পূজা

এত বড় অলৌকিক মুক্তি পাওয়ার পরও বনী ইস্রাঈলরা কৃতজ্ঞ না হয়ে একদল মূর্তিপূজাকারী জাতিকে দেখে বলল, "হে মূসা! আমাদের জন্যও এমন একটি মূর্তি তৈরি করে দাও।" আল্লাহ তাদের এই অবাধ্যতায় অসন্তুষ্ট হলেন। পরে মূসা (আঃ)-কে তূর পাহাড়ে ডেকে নিলেন। তিনি ত্রিশ দিন রোযা রাখলেন, পরে আরো দশ দিন বাড়ানো হলো। চল্লিশ দিন পূর্ণ হলে আল্লাহ তাঁকে তওরাত দান করলেন এবং তাঁর সাথে সরাসরি কথা বললেন।

একবার মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে অবস্থানকালে সামেরী নামে এক ব্যক্তি অলংকার গলিয়ে একটি সোনার বাছুর তৈরি করে। সে বলল, "এটাই তোমাদের উপাস্য।" তখন ইস্রাঈলীদের অনেকেই সেই বাছুরের পূজা শুরু করে। মূসা (আঃ) ফিরে এসে কঠোরভাবে তাদের ভর্ৎসনা করলেন এবং সামেরীকে কঠিন শাস্তি দিলেন।



AL QURANER VASHA INSTITUTE

পরে আল্লাহ তওরাত মানতে অস্বীকার করা কিছু লোকের উপর তূর পাহাড় উঠিয়ে দিলেন, যাতে তারা বাধ্য হয়ে আনুগত্য স্বীকার করে। তবুও তারা বারবার অবাধ্যতা করল, এমনকি আল্লাহকে সরাসরি দেখার দাবি জানাল। এতে আসমানি বজ্রপাত নেমে এলে সত্তর জন একসাথে মারা যায়। মূসা (আঃ) আল্লাহর কাছে দোআ করলে তাঁর দয়া ও রহমতে তারা পুনর্জীবিত হয়।

৬.৪ ইউশা বিন নুন (আ:)-এর কাহিনী



▣ পরিচয় ও বংশ

ইউশা বিন নূন (আঃ) মূসা (আঃ)-এর সঙ্গী ও সহকারী ছিলেন। মূসা নবীর মৃত্যুর পর তিনি বনী ইসরাঈলদের নেতা হন। তিনি বনী ইসরাঈলকে নেতৃত্ব দিয়ে পবিত্র ভূমি বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করেন। ইউশা (আঃ) বনী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত। তাঁর পিতার নাম নূন এবং দাদার নাম ফারাহীম। আর ফারাহীম হযরত ইউসুফ (আঃ) -এর পুত্র ।

▣ কেনানে বিজয়

মূসা (আঃ)-এর মৃত্যু হলে হযরত ইউশা (আঃ) বনী ইসরাঈলের নেতা হন। তিনি তাদের নিয়ে কেনান দখলের জন্য যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। দিনটি ছিল শুক্রবার। তাওরাত কিতাবে শনিবারে ইবাদত ব্যতীত যুদ্ধবিগ্রহ এবং জাগতিক সর্বপ্রকার কাজকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

AL QURANER VASHA INSTITUTE